গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

১.০ প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা (টমছম ব্রিজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৪.০ প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা ও নোয়াখালী	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, সোনাইমুড়ি, বেগমগঞ্জ

৫.০ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় : ২০৩০৬৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে)।

৬.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : ০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত।

৭.০ প্রকল্পের পটভূমিঃ কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি একটি ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কুমিল্লা জোন এর আওতাধীন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক/মহাসড়কাংশে সমন্বয়ে বিস্তৃত যা কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-আঞ্চলিক মহাসড়কের ২য় কি.মি. হতে শুরু হয়ে লালমাই-লাকসাম-সোনাইমুড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-১৪১) অতিক্রম করে বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর-১৪২) ১০ কি.মি. এ সমাপ্ত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার সহিত নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় যাতায়াতে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত মহাসড়ক সমূহ বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়াও উপকূলীয় দ্বীপ হাতিয়া এবং নিঝুম দ্বীপ যাতায়াতেও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত মহাসড়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নোয়াখালী জেলায় বিস্তৃত এলাকাকে কেন্দ্র করে বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, নতুন ক্যান্টনমেন্ট স্থাপনসহ বহুবিদ অর্থনৈতিক কার্যক্রম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। নোয়াখালী জেলা অতি পুরাতন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা হওয়া সত্ত্বেও যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। নোয়াখালী জেলার সাথে রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতে ব্যবহৃত মহাসড়ক সমূহের বিদ্যমান প্রশস্ততা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ফলে উক্ত মহাসড়ক সমূহে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা সংগঠিত হয় এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত তিনটি আঞ্চলিক মহাসড়কের সর্বমোট ৫৯.০০ কি.মি. এ প্রকল্পে ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ করা হবে। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত তিনটি আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রস্তাবিত ৫৯.০০ কি.মি. এর মধ্যে কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কের (আর-১৪০) ১১.১০ কি.মি. (টমছম ব্রীজ-লালমাই অংশ) চাঁদপুর, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার জনসাধারণের কুমিল্লা হয়ে ঢাকা তথা সমগ্র দেশের সাথে যোগাযোগের অন্যতম পথ। Needs Assessment Report এর তথ্যানুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কের টমছম ব্রীজ হতে পদুয়ারবাজার পর্যন্ত অংশে AADT প্রায় ১৪০০০ এবং পদুয়ার বাজার হতে লালমাই অংশে AADT প্রায় ১০০০০। এত বিপুল পরিমাণ যানবাহন চলাচলের জন্য বিদ্যমান ২-লেন মহাসড়ক যথেষ্ট নয়। ফলে উক্ত অংশ ৪ লেন মহাসড়কে উন্নীত করা প্রয়োজন। লালমাই-লাকসাম-সোনাইমুড়ি সড়কে AADT প্রায় ৬০০০। উল্লেখ্য যে, লালমাই-লাকসাম-সোনাইমুড়ি সড়ক (আর-১৪১) এবং বেগমগঞ্জ-সোনাইমুড়ি সড়কের (আর-১৪২) ব্যবহারকারী যানবাহনের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্পটি গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ) হতে নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) পর্যন্ত বিদ্যমান আঞ্চলিক মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৯.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

স্থাপনার ক্ষতিপূরণসহ ভূমি অধিগ্রহণ	২৭.৫১ হেক্টর
বিদ্যমান পেভমেন্ট পুনঃ নির্মাণসহ নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ	১২.৫৯ কি.মি.
বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতিকরণসহ নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ	৩৭.২৩ কি.মি.
৪-লেনে/২-লেনে সড়কের সার্ফেসিং কাজ	৪৯.৮২ কি.মি
রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ (৪-লেন)	১১.১৪ কি.মি
১৩টি ২-লেন সেতু এবং ২টি ৪-লেন সেতু নির্মাণ	১৫টি
১৬টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ এবং ১৬টি বিদ্যমান কালভার্ট প্রশস্তকরণ	৩২টি
ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ	১১টি
ইন্টারসেকশন উন্নয়ন	৪টি
আরসিসি প্যালাসাইডিং/রিটেইনিং ওয়াল/টোওয়াল	৯৬৮০ মি.

খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

১০.১ প্রকল্পের বিবরণ তথা-প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, অর্থায়ন, প্রকল্পের পটভূমি, লগফ্রেম ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ;

১০.২ প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১০.৩ ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও আর্থিক চাহিদার যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে প্রতিকারের পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;

১০.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যালোচনা;

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাঞ্চনীয়; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা)। সকল ক্রয় প্যাকেজের সকল তথ্য সারণি/ছকে উপস্থাপনপূর্বক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;

১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত BoQ অনুযায়ী পরিমাণ সংগ্রহ এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগত মান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা বাঞ্চনীয়। গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা ও ফলাফল পর্যালোচনা। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

১০.৮ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন- ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও উত্তরণের সুপারিশ প্রণয়ন;

১০.৯ প্রকল্পের সম্ভাব্য exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

১০.১০ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ: এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি, দুর্বলতা উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

১০.১১ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা যাচাই ও ফিজিবিলিটি স্টাডির বিষয়ে পর্যালোচনা;

১০.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা; এবং

১০.১৩ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো ডিজাইন ও নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টীম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টীম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। • Advanced and Innovative Pavement Engineering Technology বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় টেকসই সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা; • প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিঃ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা; • সড়ক নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • সড়কের গুণগতমান পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪(চার) বছরের অভিজ্ঞতা।
	গ) সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ	সিভিল/ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • সড়ক নিরাপত্তা কাজে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ বিশেষজ্ঞ	যে কোন বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• ক্ষতিপূরণসহ ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।

১২.০ <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ</u>

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১২ (টেকনিক্যাল ১২) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজী ২০) কপি

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

১৩.০ **<u>ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:</u>**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পরিদর্শন প্রতিবেদন/পিসিআর); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।